দৈনিক সংবাদ

তারিখ 13 SEP 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

সব কাজেই প্রধানমন্ত্রীকে না জড়ালে হয় না?

কিশোরী লাল জুবিলী স্কুল ১৪২ বছরের পুরনো রাজধানীর একটি ঐতিহ্যবাহী স্কুল। নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে স্কুলটি এখনো ঠিক আছে। অতীতে বহু সংকট পেরিয়ে এসেছে। এবার যে সংকটে পড়েছে তা থেকে উদ্ধার পাওয়া সহজ হলেও এর সঙ্গে অহেতুক প্রধানমন্ত্রীকে জড়িয়ে সংকটকে জটিল করার চেষ্টা হচ্ছে। ১৯৫১ সাল থেকে যিনি এই স্কুলে অধ্যক্ষ, আরো দশ বছর আগেই তার চাকরি থেকে অবসর নেয়ার কথা আইন অনুযায়ী। কারণ নিয়ম অনুযায়ী ৬০ বছর পর্যন্ত একজন শিক্ষক চাকরি করতে পারেন। মেধা ও বিচক্ষণতার গুরুত্ব অনুযায়ী কারো কারো বেলায় সর্বোচ্চ ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত একজন শিক্ষক তার পেশায় নিয়োজিত থাকতে পারেন। বর্তমান অধ্যক্ষ বিশেষ সুবিধায় ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করেন। গত ডিসেম্বরে তার ৭০ বছর মেয়াদও শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো তিনি অধ্যক্ষ আছেন। স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীরা বলেছেন ৭০ বছর পরও স্কুল থেকে অবসর না নেয়ায় কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ক্ষুব্ধ। তারা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচার, অনিয়ম, ব্যক্তিগত কাজে স্কুল ফান্ডের ব্যবহার, স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। তাদের অভিযোগ থেকে জানা যায়, ২৫/৩০ বছর ধরে তিনি নির্বাচনের মাধ্যমে স্কুলের কোন ম্যানেজিং কমিটি গঠন করেননি। স্কুলের প্রায় সব শিক্ষক-শিক্ষিকা এক সভায় মিলিত হয়ে সম্প্রতি অধ্যক্ষের পদত্যাগ দাবি করেছেন এবং স্কুলের বেতন আদায়, জমাকরণ ও প্রশাসনিক কাজ চালানোর জন্য নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করে নিয়েছেন। অন্যদিকে বর্তমান অধ্যক্ষ বলেছেন, ঈর্ষান্বিত হয়ে একটি বিশেষ মহল তার বিরুদ্ধাচরণ করছেন। ডিসেম্বরে চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ায় তাকে একজন অধ্যক্ষ নিয়োগের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে অধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে। ২১শে অক্টোবরের মধ্যে অধ্যক্ষ নিয়োগ করে তিনি স্কুল ছাড়তে চাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি একটি জাতীয় দৈনিককে জানান, ২/১ দিনের মধ্যে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলবেন। তিনি যা নির্দেশ দেবেন অধ্যক্ষ সাহেব তাই করবেন।

জুবিলী স্কুলের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ কতটা সত্য জানি না। তবে এটুকু বলা যায়, তার এখন অবসর গ্রহণ করাই উচিত এবং এর জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই। তার যখন ৬০ বছর বয়স হয়েছিল, নিয়ম অনুযায়ী তখনই তার অবসর গ্রহণ করা উচিত ছিল। তারপরও দু দুটি এক্সটেনশন শেষ হয়ে গেছে, আমরা মনে করি এখন তার মানে মানে বিদায় নেয়াই উচিত। পদ আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করে সংকট না বাড়ালেই বিবেচনার কাজ হবে।

এ প্রসঙ্গে তিনি যে অপ্রাসঙ্গিক এবং বাহুল্য কথাটি বলেছেন তা হলো এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন এবং প্রধানমন্ত্রী যা নির্দেশ দেন তাই করবেন। প্রধানমন্ত্রী যে নির্দেশ দেন সেমতো সকলেরই কাজ করা উচিত, এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু জুবিলী স্কুলের অধ্যক্ষ চাকরির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর স্বপদ আঁকড়ে থাকবেন, না চলে যাবেন এর জন্য প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে হবে কেন? এসব ছোটখাট গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে যেতে হবে কেন? প্রধানমন্ত্রীর কি কোন কাজ নেই যে জুবিলী স্কুলের অধ্যক্ষ ৭০ বছরের পরও অধ্যক্ষ থাকবেন, না চলে যাবেন এই নির্দেশও তাকে দিতে হবে? দেশে চলছে ভয়াবহ বন্যা। প্রধানমন্ত্রী বন্যাদুর্গত দেশ সামাল দেবেন, না জুবিলী স্কুলের অধ্যক্ষের ৭০-উত্তীর্ণ চাকরির বিষয়ে সময় দেবেন?